তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৩৯০৩

**লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

লন্ডন, ২৬মার্চ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন আজ ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে।

এ উপলক্ষ্যে হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম জাতির পিতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ ২৪ বছরের নির্ভীক, আপসহীন ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব ছাড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিশ্বে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো না।’

রাষ্ট্রদূত ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাজ্য সরকার ও জনগণ এবং যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের অসাধারণ অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক ও আবদুল আহাদ চৌধুরী বক্তব্যে রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে হাইকমিশনার অতিথি ও মিশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শহিদ পরিবারবর্গ এবং মহান মুক্তিযোদ্ধের বীর শহিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সকালে হাইকমিশনার দূতাবাসে কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের র্কমসূচির উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রদূত। এরপর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের শান্তি ও অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

নবী/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২২২১ঘণ্টা

Handout Number : 3902

**Bangladesh High Commission in New Delhi Celebrates**

**54th Independence and National Day of Bangladesh**

New Delhi (India), March 26:

The Bangladesh High Commission in New Delhi celebrates the Independence and National Day of Bangladesh with due solemnity and fervour today. Md. Mustafizur Rahman, High Commissioner of Bangladesh to India, started the daylong programme in the morning by hoisting the national flag at the High Commission premises and placing floral wreaths at the portrait of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

In the morning, a discussion programme was organized at the High Commission as part of the celebration. The messages issued by the President, Prime Minister and Foreign Minister were read out by the Mission officials. A documentary on the ongoing development journey of Bangladesh prepared by Ministry of Foreign Affairs was also screened.

In his speech, High Commissioner Rahman said, ‘The main goal of the Liberation War was to build a liberal, developed and democratic Bangladesh through complete emancipation.’ He called upon everyone to redouble their efforts to achieve that aspirational goal. He also highlighted the special contribution of our women throughout the nine-month long war. High Commissioner urged everyone to participate in building ‘Smart Bangladesh’ under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, holding the noble spirit of the Liberation War and the ideals of Bangabandhu in their hearts.

Among others, Shaban Mahmood, Minister (Press) of the High Commission took part in the discussion and highlighted the significance and importance of the day.

After the discussion session, a special prayer was offered for the salvation of the souls of the Father of the Nation, his family members and all the martyrs who played a historical role in all stages of movements for freedom and Liberation War of Bangladesh as well as well as for the peace, progress and prosperity of the country. Officials and employees from the Bangladesh High Commission and expatriate Bangladeshis were present at the event.

In the evening, a grand reception was organized at the High Commission premises. Among others, eminent political leaders of the host country, high-ranking officials, foreign diplomats based in New Delhi and expatriate Bangladeshis attended the event.

At the end, the guests were served with celebrated Bangladeshi cuisine. Fakruddin’s Kacchi Biryani was the special attraction of the event.

#

Shafi/Rafiqul/Salim/2024/10.30 Hrs.

Handout Number : 3901

**Genocide Day observed in Lisbon**

 Lisbon, March 26:

  Bangladesh Embassy in Lisbon observed the genocide Day with due honour and solemnity on 25 March 2024 reminiscing the brutal and cowardly attacks by the Pakistani occupation forces on the unarmed Bangalees. In profound remembrance of the victims of Bangladesh genocide, a seminar, a photo exhibition and a candlelight vigil were organised at the Embassy premises.

The seminar titled ‘Bangladesh at 52: Looking back on the Freedom Struggle and Genocide’ was held at the Embassy in the evening. University teachers, students from different Portuguese University, scholars, academics, members of expatiate Bangladeshi community and officials of Embassy attended the seminar. The seminar began with observance of one-minute silence in honour of martyrs of Bangladesh Liberation War.

In her opening remarks, the Ambassador of Bangladesh Rezina Ahmed paid rich tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and all the martyrs and Biranganas of the liberation war. She narrated the massacre that took place on the 25th night which continued throughout 9 months of War of Liberation. She urged the members of civil society of Portugal and members of international community to support the campaign for the recognition of the Genocide Day 1971.

In the panel discussion, Dr. Manas Sutradhar, Professor at the Faculty of Engineering, Universidade Lusόfona presented the keynote speech. Mr. Manas elaborated the aspects of dehumanization, extermination and denial of Bangladesh genocide and remarked that Pakistan should formally apologize to Bangladesh for what they did in 1971. He urged the international community, particularly United Nation to recognize Bangladesh genocide immediately. Pedro Anastácio, former Member of the Parliament and City Councilor in his speech paid tribute and respect to all the victims and survivors who suffered on this day.

A video documentary containing genocidal incidents of 25 March of 1971, war-time footage of genocide captured by international media and case for recognition of Bangladesh genocide were screened during the seminar.

After the discussion session, all guests walked in a procession of a candlelight vigil in the premises of the Chancery and placed candles before the portraits of victims of Bangladesh genocide that were displayed as part of the photographic exhibition titled ‘1971 Genocide’. The visitors were appalled to witness the horrors of the atrocities perpetrated by Pakistani military and local collaborators.

#

Shafi/Shamim/2024/19.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৯০০

**সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগণকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসার আহ্বান সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ‘দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য এবং একজন মানুষও যেন স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। সমাজের একজনও যেন পিছিয়ে না থাকে, প্রত্যেককে উন্নয়নের মূল ধারায় যতদূর সম্ভব নিয়ে আসতে হবে। কারণ একাজটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে তিনি নিরলস পরিশ্রম করছেন। স্বাধীনতা দিবসের শপথ হোক প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আনা।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আফম রুহুল হক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ।

মন্ত্রী বলেন, শহিদদের রক্তের প্রতি অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের সমাজের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আজকে এ স্বাধীনতা দিবসে সে অঙ্গীকারটি করা আমাদের জন্য জরুরি। আমরা সৌভাগ্যবান এজন্য যে, সমাজকে এগিয়ে নেবার, কল্যাণ করার, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটিকে হাত ধরে তাকে টেনে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসবার কাজটি আমাদের । তাই সকলকেই নিষ্ঠার সাথে এ কাজটি করতে হবে।

ডা. দীপু মনি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ‘আমরা বাঙালি না মুসলমান এ প্রশ্ন ৫২ সালে মীমাংসা হয়ে গেছে। আমরা সবাই বাঙালি একই সংগে আমরা সবাই মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা কেহ যদি কোন ধর্ম বিশ্বাস না করে সেটি তার নিজস্ব বিষয়। আমরা বলেছি, ধর্ম নিয়ে কারো উপরে কেউ চাপাচাপি করতে পারবে না। ইসলাম ধর্মের বিধানেও একই কথা আছে। যার যার ধর্ম তার তার কাছে।

এর আগে মন্ত্রী সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

#

জাকির/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯৯

**স্বাধীনতা সংগ্রামের স্লোগান ছিল জয়বাংলা**

**-- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শিক্ষার মুক্তি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটিই স্লোগান ছিল জয় বাংলা। জিন্দাবাদ নয়। আমরা ৫৪ বছর আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জিন্দাবাদ স্লোগান বাদ দিয়ে জয় বাংলা কায়েম করো, পাকিস্তানিদের লাথি মারো স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি কেউ কেউ জয় বাংলা স্লোগান বাদ দিয়ে সেই ৫৪ বছর আগের জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিরোধিতা করছে, যা কাম্য নয়।

আজ খাগড়াছড়ি অফিসার্স ক্লাবে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, যে মহান মানুষটি আমাদেরকে আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, যে মহান মানুষটি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ৪ হাজার ৬৮২ দিন জেলখানায় কাটিয়েছেন, যে মানুষটি না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, সারাজীবন মানুষের মুক্তির জন্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, যে মহান মানুষটি একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করেছিলেন- সেই মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর গুণকীর্তন সম্পর্কে হাজার বার বলেও ঋণ শোধ করা যাবে না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটাই- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, খাগড়াছড়ি পৌর মেয়র নির্মলেন্দু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুমন চৌধুরী, সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মুবিত রায়হান, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শানে আলম, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া, সাবেক যুগ্ম-সচিব উংক্যজাই মারমা (মুক্তিযোদ্ধা), সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রহিচ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯৮

**বার্লিনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপিত**

বার্লিন (জার্মানী), ২৬ মার্চ:

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিন ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উদ্‌যাপন করেছে। সকালে রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার উপস্থিতিতে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত বাজিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত সকলকে নিয়ে জাতির পিতা ও সকল শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্মৃতি সৌধের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দিবসের আলোচনা কর্মসূচিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান নেতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সকল বীরাঙ্গণা মুক্তিযোদ্ধা মা-বোনের অপরিসীম ত্যাগ-তীতিক্ষার কথা উল্লেখ করে বিশেষ এই দিনে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয় এবং ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে প্রেরিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও স্বাধীনতার জন্য জাতির পিতার আদর্শিক, রাজনৈতিক ভূমিকা বিষয় আলোচিত হয় এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নেতৃত্বের গুণাবলি ধারণ করে তাঁর কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বলিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ কূটনীতি, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের মর্যাদাকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পগুলো বাংলাদেশকে বদলে দিচ্ছে। আমাদের গন্তব্য, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং তাঁর আদর্শকে বুকে ধারণ করেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

#

শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৩৮৯৭

**জিয়াউর রহমান যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শের অনুসারী ছিলেন না**

**-গণপূর্তমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬মার্চ):

জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ও কতিপয় মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শের অনুসারী ছিলেন না বলে মন্তব্য করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হল রুমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র, একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জিয়াউর রহমান নিজে এর একটিও অনুসরণ করেননি।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় সাফল্য ছিল সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তার আগে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ অনেকেই বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই সফল হননি। বঙ্গবন্ধু এ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন বলেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

গণপূর্তমন্ত্রী বলেন, ৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছাপ্পান্নর শাসনতন্ত্র, ছেষট্টির ছয় দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এই সকল আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেশের স্বাধীনতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন মাত্র তিন বছর। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রিজার্ভ শূন্য ছিল, দেশের অবকাঠামো ছিল একেবারেই নাজুক অবস্থায়। নিজস্ব কোনো মুদ্রা ছিল না। অথচ মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে তিনি দেশের সকল সেক্টরে যে সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সত্যিই অকল্পনীয়। নিখাদ দেশপ্রেম ছিল বলেই তিনি তা করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, রাজউক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে জনস্বার্থে প্রত্যেকটি কাজ করার আহ্বান জানান।

রাজউক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনিসুর রহমান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মোহাম্মদ নবীরুল ইসলাম এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শাহাদতবরণকারী বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

#

রেজাউল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২১০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯৬

**বিজিবিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন করেছে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরসহ সারা দেশে বিজিবি’র সকল ইউনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী অংশগ্রহণ করেন। এরপর বিজিবি মহাপরিচালক পিলখানাস্থ ‘সীমান্ত গৌরব’-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় বিজিবি’র একটি সুসজ্জিত চৌকস দল ‘গার্ড অভ্‌ অনার’ প্রদান করে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশে বিজিবি’র বিভিন্ন স্থাপনায় ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

দিবসের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে জোহরের নামাজের পর পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরসহ সারা দেশে বিজিবি’র সকল রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও ইউনিটের মসজিদে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মার শান্তি এবং বিজিবি’র উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজিবি’র সকল রিজিয়ন, সেক্টর ও ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ১৮ হাজার ৭০ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিজিবি জাদুঘর উম্মুক্ত রাখা হয় এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিজিবি বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বেনাপোল-পেট্রাপোল, বাংলাবান্ধা-ফুলবাড়ী ও আখাউড়া-আগরতলা আইসিপিতে বিজিবি-বিএসএফ কর্তৃক জমকালো ‘জয়েন্ট রিট্রিট সিরিমনি’ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে যে বন্ধুপ্রতিম ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিলো সেই ভাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে ২৫ মার্চ ২০২৪ তারিখ গণহত্যা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতম গণহত্যাকাণ্ডে নিহত শহিদদের স্মরণ ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে জোহরের নামাজের পর বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিজিবি সদর দপ্তরসহ সকল রিজিয়ন, সেক্টর এবং ইউনিটে রাত ১১টা থেকে ১১টা ১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিট প্রতীকী ‘ব্ল্যাক আউট’ কর্মসূচি পালন করা হয়।

#

শরীফুল/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯৫

**টিকিট কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স**

**-- রেলপথ মন্ত্রী**

রাজবাড়ী, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, টিকিট কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স। ইতোমধ্যে টিকিট কালোবাজারির কয়েকটি সিন্ডিকেট ধরা হয়েছে। টিকিট কালোবাজারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আজ রাজবাড়ী শহিদ স্মৃতি চত্বরে শহিদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি মুক্ত রাখতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আসন্ন ঈদটা এবার যাত্রীদের ভালোই কাটবে। তারা নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে পারবে। তিনি বলেন, জনগণকে অনুরোধ করবো কালোবাজারির কাছ থেকে টিকিট কাটবেন না। কালোবাজারিরা দেশকে ধ্বংস করতে চায়, রেলকে ধ্বংস করতে চায়। ওরা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে রেলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়।’

জিল্লুল হাকিম বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম। পাকিস্তানি হানাদার ও একাত্তরের ঘাতক দালালরা ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তারই সুযোগ্য কন্যা দেশটাকে শক্ত হাতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপি জামায়াতের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে ধ্বংস করার। তারা ফরিদপুরের রেল ও রাজবাড়ীর ভাটিয়াপাড়ার রেলের সবকিছু বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শুধু রেল না সর্বক্ষেত্রে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমরা সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব। আজকের স্বাধীনতার এই দিনে আমাদের শপথ হবে আমরা দেশকে একটা উন্নত দেশে পরিণত করব। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে তাকে সহযোগিতা করব।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী ইরাদত আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রেজাউল হক রেজা, সহ-সভাপতি ফকরুজ্জামান মুকুট, সহ-সভাপতি সালমা চৌধুরী রুমা, হেদায়েত আলী সোহরাবসহ জেলা আওয়ামী ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

সিরাজ/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯৩

**স্বাধীনতা দিবসে ভারতের শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে প্রেরিত বার্তায় ভারতের প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর এবং ভারতের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের ফেসবুক পাতায় বিধৃত বার্তার কপিতে উল্লেখ করা হয়, ভারতের প্রেসিডেন্ট বিগত এক দশকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হওয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কথা তুলে ধরে বলেন, দুই দেশের নেতৃত্ব দু’দেশের মধ্যে জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

#

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯৪

**স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তানের শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে পাকিস্তান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো বার্তায় এ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

সোমবার (২৫ মার্চ) রাতে পাকিস্তানি হাইকমিশনের ভেরিফায়েড এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে দেওয়া পোস্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশটির সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো বার্তায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অভিন্ন মূল্যবোধ এবং সাধারণ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। দু’দেশ একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে পারে।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য এবং বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিও কামনা করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

#

আকরাম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯২

**সৌদি আরবে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত**

রিয়াদ, ২৬ মার্চ:

সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস   
উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আজ দূতাবাস চত্বরে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। এরপর দূতাবাসে স্থাপিত অস্থায়ী স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রদূত। এছাড়া রিয়াদের বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন, রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি স্কুল এসময় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, চাকুরিসহ সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বরাবরই রুখে দাঁড়িয়েছেন। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৬ এর ছয় দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ সালের নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মুক্তিকামী লাখো জনতার সামনে তাঁর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তিনি প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে জানার আহ্বান জানান।

দূতাবাসের কাউন্সেলর মোঃ বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এম আর মাহবুব, মোঃ মনিরুল ইসলাম ও হাফিজুল ইসলাম পলাশ আলোচনায় অংশ নেন । অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য ও দেশ জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

#

আসাদুজ্জামান/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯৪৫ঘণ্টা

Handout Number : 3891

**Genocide Day-2024 observed in Bangladesh Embassy Amman**

Amman (Jordan), March 26:

Bangladesh Embassy Amman, Jordan observed ‘Genocide Day-2024’ with lighting candles in memory of the martyrs of the liberation war and the victims of the Genocide on 25 March 1971. Expatriate Bangladeshi workers joined the Ambassador Nahida Sobhan and Embassy officials.

Following the lighting of the candles a moment of silence was observed in the memory of the victims of the Genocide. Earlier the messages given by the President and the Prime Minister on the Day were read out. Reading out of the messages was followed by a discussion session highlighting the history and significance of the Day. Ambassador Nahida Sobhan, at the beginning of her speech, paid the deepest tribute to the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, highlighting how the history of Bangladesh is profoundly inspired by his leadership and vision. She paid homage to the martyrs who sacrificed their lives, during the liberation war of Bangladesh.

The Ambassador provided detailed insights into the history of 'Genocide Day' that took place in Bangladesh and outlined the efforts of the Government of Bangladesh for the international recognition for the genocide. She added that as the nation that survived genocide, the Government of Bangladesh consistently stands alongside victims of genocide including Palestine. She drew parallels between the genocide in Bangladesh and the ongoing situation in Gaza.

The programme ended with the offering of a special prayer for the salvation of the departed soul of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his martyred family members, martyrs of the liberation war and the victims of the Genocide on 25 March 1971. The prayer also included wish for continuous peace and prosperity of Bangladesh.

#

Shafi/Sanjib/Salim/2024/19.40 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৯০

**বাংলাদেশ দূতাবাস, সিউল-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

সিউল, ২৬মার্চ:

বাংলাদেশ দূতাবাস, সিউল-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আজ দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং দূতাবাসে জাতির পিতার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। জাতির পিতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত দেলওয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা, আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিতা বীরাঙ্গণাদের অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার ‘সোনার বাংলা’ বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২০০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৮৯

**এক্টিভ শেয়ারিং স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবনী পদক্ষেপ**

**-- টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ন‌্যাশনাল রোমিং যুগে বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর টেলিটক এবং বেসরকারি মোবাইল অপারেটর বাংলালিংকের মধ্যে এক্টিভ শেয়ারিং পাইলটিং চালুর ফলে স্মার্ট সংযুক্তি সম্প্রসারণে আরো একটি মাইলফলক স্থাপন করলো বাংলাদেশ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলালিংক ও টেলিটকের মধ্যে ন্যাশনাল রোমিং পাইলটিংয়ের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনকালে জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, ন্যাশনাল রোমিং স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবনী পদক্ষেপ বলে আমি বিশ্বাস করি। ন্যাশনাল রোমিংয়ের এই উদ্যোগ বাংলাদেশের টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে অবকাঠামো শেয়ারিংয়ের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। এটি উভয় অপারেটরের জন্যই ইতিবাচক, কারণ এর মাধ্যমে তারা একে অপরের অবকাঠামো ব্যবহার করতে পারবে। বিশেষ করে এর মাধ্যমে টেলিটক সারা দেশে বাংলালিংক-এর ১৬,০০০ সাইট ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক কাভারেজ সম্প্রসারণ করার সুযোগ পাবে। অপরদিকে বাংলালিংকও টেলিটকের প্রায় ৬ হাজার টাওয়ার ব‌্যবহার করে লাভবান হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট জাতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে অপশক্তি ও তাদের দোসররা বাংলাদেশকে দীর্ঘ ২১ বছর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ন্যাশনাল রোমিংয়ের ফলে বাংলালিংক ও টেলিটক গ্রাহকরা কোনো স্থানে তাদের ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক দুর্বল বা অনুপস্থিত হলে সেখানে অন্য অপারেটরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তারা দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবার সুযোগ পাবেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপাতত এই ব্যবস্থার সীমিত পর্যায়ের পাইলটিংয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এটি বাংলালিংক ও টেলিটকের সকল গ্রাহককে এ সুবিধার আওতায় আনা হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, তথ্য ও যোাগাযোগ প্রযুক্তি সচিব মো. সামসুল আরেফিন, বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির সিইও ড. শাহজাহান মাহমুদ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিএসএম জাফর উল্লাহ, বাংলালিংক এর সিইও এরিক অস এবং টেলিটকের ব‌্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৮৮৮

**শিক্ষা সুনাগরিক তৈরির আঁতুড়ঘর**

**- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬মার্চ):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, শিক্ষাই সমাজে কাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক পরিবর্তন দুয়ার খুলে দেয়। যার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ আর চিন্তা ও কৌতূহল তৈরি করে; যেটি সুনাগরিক তৈরির আঁতুর ঘর হিসেবে বিবেচিত।

আজ রাজধানীর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গণশিক্ষা সচিব এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল গণতন্ত্র, সাম্য, সমতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে একটি আধুনিক, সমৃদ্ধ স্বদেশ সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধ স্বদেশের হাতিয়ার শিক্ষা। আর শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। তাই বর্তমান সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে যথাযথ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে চলছে।

বিএনএফই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দীলিপ কুমার বণিক, মোছা. নূরজাহান খাতুন প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৮৭

**মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস সবচেয়ে বেশি বিকৃত শিক্ষার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, ’৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস সবচেয়ে বেশি বিকৃত করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবহার করে। শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে। কারণ পরিকল্পনা ছিলো- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পাকিস্তানমুখী করা, গোঁড়া ও উগ্র মৌলবাদী বানানো। পাকিস্তানের সাথে পুণরায় ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা। ইতিহাসকে বিকৃত করে বঙ্গবন্ধুকে মুছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীদের মুছে দিয়ে এক ধরনের সামরিকীকরণ করার অপচেষ্টা ছিলো।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা যদি দেখি তাহলে মুজিবনগর সরকার ছিল রাজনৈতিক সরকার। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে যে সরকার গঠন করা হয়েছিলো সেই সরকারের সকলেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তারা জনযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। এসব কিছু মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার সকল অপচেষ্টা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যে কী পরিমাণ হেপোক্রেসি লুকিয়ে আছে তা আমরা দেখতে পাই।

মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, পবিত্র রমজান মাসে বিদ্যালয় খোলা থাকা নিয়ে অনেক ধরনের প্রচার-অপপ্রচার হয়েছে। যেহেতু এই বছর বিষয়টি এসেছে। আমরা আগামীতে চেষ্টা করব বছরে ৫২টি শনিবার আছে, সেখানে যদি বিদ্যালয় কিছুটা খোলা রেখে রমজানে মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যায় সেক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টির অপপ্রয়াস যারা করছে তাদের অপপ্রয়াস বন্ধ হবে। সে লক্ষ্যে আমরা একটা পরিকল্পনা করব। যাতে করে আদালতে গিয়ে মিথ্যা গুছিয়ে বিভ্রান্ত করে রায় নিয়ে আসা না যায়। সে ধরনের অপচেষ্টা কেউ যেন না করতে পারে, এটা নিয়ে রাস্তায় নেমে মানববন্ধন করতে না পারে। সংবেদনশীলতার জায়গায় অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল। এ সকল বিষয় নিয়ে আলেম ওলামাদের সঙ্গেও আলোচনা করব, তাদের একটা অবস্থান আছে এ বিষয়ে। আগামীতে শিক্ষা পরিবার সংবিধানের মূলনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সুষম বাংলাদেশ সৃষ্টি করব যেখানে পিছিয়ে পড়া মানুষ ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ প্রমুখ।

#

খায়ের/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 3886

**Chinese President and Russian Prime Minister greet Bangladesh on Independence Day**

Dhaka, March 26:

President of China Xi Jinping and Russian Prime Minister Mikhail Mishustin congratulated President Mohammed Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina respectively on the occasion of Independence Day.

Xi Jinping noted that over the past 53 years, Bangladesh has steadfastly upheld its independence, strived to develop its economy and improve people's livelihood, and made remarkable achievements, laying a solid foundation for realizing the dream of “Sonar Bangla”.

Chinese President pointed out that China and Bangladesh are traditional friendly neighbors, and the friendship between the two countries has grown from strength to strength. In recent years, our two countries have enjoyed solid and profound political trust, and fruitful practical cooperation in various fields, bringing tangible benefits to the two peoples.

Xi Jinping emphasized that he attaches great importance to the development of China-Bangladesh relations and stands ready to work together to further advance high-quality Belt and Road Cooperation and deepen China-Bangladesh Strategic Partnership of Cooperation.

On the same day, Chinese Premier of the State Council Li Qiang and Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Foreign Minister Wang Yi sent messages of congratulations separately to Prime Minister Sheikh Hasina and Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud respectively.

Russian Prime Minister Mikhail Mishustin in his letter to Sheikh Hasina said, 'On behalf of the Government of the Russian Federation and on my own behalf, please accept congratulations on the occasion of the national holiday of the People's Republic of Bangladesh - the Independence Day.'

He observed with satisfaction that the Russia-Bangladesh relations have been developing in the spirit of friendship and mutual respect and that trade and economic cooperation is gradually advancing, and perspective joint projects are being realised.

'I am convinced that active work between the governments will contribute to strengthening the entire gamut of practical interaction. This fully corresponds with the interests of the Russian Federation and the People's Republic of Bangladesh' said the premier.

The Russian PM wished Sheikh Hasina, sound health, well-being and new achievements in her responsible work and to the friendly Bangladeshi people - happiness and prosperity.

#

Akram /Shafi/Salim/2024/19.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৮৫

**স্বাধীনতা দিবসে চীনের প্রেসিডেন্ট ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্টিন ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শি জিনপিং তাঁর বার্তায় বলেন, বিগত ৫৩ বছরে বাংলাদেশ অবিচলভাবে তার স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছে, তার অর্থনীতির উন্নয়ন এবং জনগণের জীবিকা উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং ‘সোনার বাংলা’ স্বপ্ন বাস্তবায়নে একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে উল্লেখযোগ্য অর্জন করেছে।

চীনা প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে, চীন ও বাংলাদেশ ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব শক্তিশালী থেকে শক্তিশালীতর হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, আমাদের দুই দেশ দৃঢ় এবং গভীর রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ব্যবহারিক সহযোগিতা উপভোগ করেছে, যা দু’দেশের জনগণের জন্য বাস্তব সুবিধা নিয়ে এসেছে।

শি জিনপিং বলেন, তিনি চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং উচ্চ-মানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতাকে আরো এগিয়ে নিতে এবং চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরো গভীর করতে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

একই দিনে চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এবং সিপিসি কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদকে পৃথক অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

এদিকে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্টিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, ‘রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অভিনন্দন।’

তিনি বলেন, রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার চেতনায় বিকশিত হচ্ছে, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর প্রেক্ষিতে নানা যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, দু’দেশ একসাথে কাজ করলে বন্ধুত্ব আরো শক্তিশালী এবং উভয়ের স্বার্থরক্ষা হবে। রুশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, সুস্বাস্থ্য এবং তার দায়িত্বশীল কাজে নতুন সাফল্য এবং বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশি জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

#

আকরাম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৮৪

**টোকিওতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন**

টোকিও (জাপান), ২৬ মার্চ:

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন করেছে টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আজ দূতাবাস প্রাঙ্গণে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। প্রবাসী বাংলাদেশি ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ। পরে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশি ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পরে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো সকল বীর   
মা-বোনদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রম ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি আজ সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। তিনি উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

সন্ধ্যায় টোকিওর নিউ ওতানি হোটেলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুগে ইয়ুশিফুমি। জাপানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, চেম্বার প্রতিনিধি, টোকিওর বিভিন্ন মিশনের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যগণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ ও তাঁর সহধর্মিণী শাহিনা আক্তার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের স্বাগত জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে জাপানের স্থানীয় পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করা হয়।

#

শরীফুল/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩৮৮৩

**উল্টো পথের যাত্রা থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করে প্রযুক্তিনির্ভর**

**ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী**

**--প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই উল্টো পথের যাত্রা থেকে আমাদের দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করেছেন এবং সৃজনশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন মধ্যম আয়ের প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমাদের এই স্বাধীনতা তখনি পূর্ণ হবে, যখন আমার কৃষক-শ্রমিকরা পেট ভরে ভাত খেতে পারবে; যখন আমার মা-বোনেরা পরনের কাপড় পাবে, যখন আমার যুবকরা চাকরি বা কাজ পাবে’। মাত্র ৪টি লাইনে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার একটা দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেমনটা দিয়েছিলেন ৭ মার্চের ভাষণে আমাদের মহান স্বাধীনতার। একইভাবে স্বাধীনতার পর মাত্র ৯ মাসের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সংবিধান আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, যেখানে নাগরিকের ৫টি মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই হবে আমাদের অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার এবং শিক্ষাই হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার, তাই বিশ্বের সাথে আমাদের টেলিযোগযোগ স্থাপন করতে হবে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শের সম্পূর্ণ উল্টো দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই আজ আমি সকলের প্রতি আহ্বান করতে চাই- বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ এক ও অভিন্ন এই তিনটি ইস্যুতে সকল শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে আমাদের কোনো বিতর্ক থাকা উচিত নয়।

পলক বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্ব ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণায় এখন আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। যার মূল স্তম্ভ হচ্ছে- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজব্যবস্থা ও স্মার্ট সরকারব্যবস্থা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত, ব্যয়সাশ্রয় ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা সরকারের প্রতিটা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে চাই এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করতে চাই।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এস এম জাফরউল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ড. শাহজাহান মাহমুদ, বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, বাংলালিংক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরিক অস ও টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিবুর রহমান।

#

বিপ্লব/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ৩৮৮২

**মালয়েশিয়ায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া), ২৬ মার্চ:

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ৫৪তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আজ হাইকমিশনে দিবসটি উপলক্ষ্যে নানা আয়োজন করা হয়। আয়োজনের প্রথম পর্বে মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান সকালে প্রবাসী বাংলাদেশি এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকলকে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত।

হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান তার বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন এবং ঐতিহাসিক এই দিনটির প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন তার স্বপ্নের সোনার বাংলার জন্য সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক সুতায় সংযুক্ত করে নয় মাসে বাংলাদেশের দীর্ঘ লালিত স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছে। হাইকমিশনার বলেন, বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ নির্মাণের স্বপ্নকে অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। এজন্য তিনি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ একটি গতিশীল অর্থনীতি ও সম্ভাবনার দেশে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী স্টিভেন সিম চি কিয়ং (Steven Sim Chee Keong) সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

সুফি/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৮১

**ভুটানের রাজা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদলের**

**শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ আজ ঢাকায় ‘শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট’ পরিদর্শন করেছেন।

আজ সকালে ভুটানের রাজা শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে এলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন ভুটানের রাজাকে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম ঘুরিয়ে দেখান। পরিদর্শন শেষে ভুটানের রাজা স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি বিশেষ বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন ভুটানের রাজা। ভুটানের রাজা সেদেশে বাংলাদেশের আদলে একটি অত্যাধুনিক বার্ন হাসপাতাল নির্মাণ করার ব্যাপারে বৈঠকে আগ্রহ প্রকাশ করলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা করার আশ্বাস দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে ভুটান সরকার কর্তৃক প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় ভুটান রাজার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ভুটানের চিকিৎসকদের বাংলাদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে রাজার নিকট থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভুটানের চিকিৎসকদের বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। পরিদর্শনকালে ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল-সহ ভুটানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ রাজার সাথে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে আসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ এবং তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল। পরিদর্শনের আগে সায়মা ওয়াজেদের নেতৃত্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদলটি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক টিটু মিয়াসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশে প্রতিনিধি বর্ধন জং রানা, সৈয়দ মাহফুজুল হক, ড. কামরুজ্জামান-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এসময় পরিচালক সায়মা ওয়াজেদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীল ও জনবসতিপূর্ণ একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

আলাপকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, বার্ন ইনস্টিটিউট সেবা ঢাকার বাইরে বৃদ্ধিকরণ এবং বাংলাদেশের এই বার্ন চিকিৎসার কনসেপ্ট ভুটানসহ অন্যান্য সহযোগী দেশে কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ও প্রতিনিধি হিসেবে সায়মা ওয়াজেদ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। এছাড়া বাংলাদেশে ভ্যাক্সিন প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সার্বিক সহায়তার কথাও জানান সায়মা ওয়াজেদ।

#

মাইদুল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮০

**বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের মহানায়ক**

**- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে একাত্তরের মার্চ মাসের শুরুতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য। তাই তিনি একাত্তরের ৭ মার্চ বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার ডাকেই আমরা যুদ্ধে গিয়েছি। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ কল্পনা করা যায় না। তিনি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির দিশারি বলেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

আজ রাজধানীর পানি ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার ম্যুরাল উদ্বোধন শেষে পানি ভবনের সভাকক্ষে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধিকার অর্জন।

প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা উন্নয়নে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পানির সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগ নিরাপদ করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সাফল্যের সাথে গত ৫০ বছর ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬০ এর দশকেও কারাগারে থাকার দিনগুলোতে এদেশের নদী ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে ভাবতেন যা তার ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইয়ে দেখা যায়।

জাহিদ ফারুক আরো বলেন, জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ‘আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই সেভাবেই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।’ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর মতো যুগোপযোগী ও দূরদর্শী পরিকল্পনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা, যা বর্তমান প্রজন্ম কর্তৃক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেরা উপহার।

#

গিয়াস/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬১০ঘণ্টা

Handout Number : 3879

**US proud to partner with Bangladesh : Blinken on Independence Day**

Dhaka, March 26:

The United States of America greeted Bangladesh on Independence Day and said that they were proud to partner with Bangladesh on many of today’s most pressing issues.

On the eve of the Day, US Secretary of State Antony J. Blinken said in his message, `On behalf of the United States of America, I congratulate the people of Bangladesh on the occasion of the Independence Day celebration on March 26.’

In this message available also on the website of the US State Department, Blinken said that `The United States is proud to partner with Bangladesh on many of today’s most pressing issues, including combating climate change, advancing economic development, responding to the Rohingya refugee crisis, supporting peacekeeping operations worldwide, and addressing global health challenges.’

`Our partnership plays an important role in ensuring a free, open, secure and prosperous Indo-Pacific region’, he mentioned.

The Secretary of State said, `As Bangladesh celebrates another year of independence, we reaffirm our commitment to strengthening democratic governance and protecting human rights – efforts which will increase Bangladesh’s prosperity.’

I extend warm wishes to all Bangladeshis on this special day and look forward to enhancing the partnership and people-to-people ties between our two countries in the year ahead -wished Antony J. Blinken.

#

Akram/Shafi/Rafiqul/Salim/2024/16.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৭৮

**বঙ্গবন্ধু দেশের পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা। রিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্বেই বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণের পরিকল্পনা করেছিলেন। পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণে তিনি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী, সমৃদ্ধ ও নির্মল পরিবেশের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪   
উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। পাকিস্তানের শাসন পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের স্বার্থে কোনো বিভাজন থাকতে পারে না। দেশের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে একযোগে কাজ করতে হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন ও ড. ফাহমিদা খানম, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জয়নাল আবেদীন, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

দীপংকর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৭৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬মার্চ):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ সময় ৪২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৬৯৪জন।

                                                     #

দাউদ/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৭৬

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দায় ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন**

জেদ্দা (সৌদি আরব), ২৬ মার্চ:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা, সৌদি আরবের উদ্যোগে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪’ পালন করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর কনসাল জেনারেলের নেতৃত্বে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে তরজমাসহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একাত্তরে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। শহিদদের স্মরণে ১ মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ওপর তৈরিকৃত বিশেষ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন কমিউনিটি ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে জেদ্দা প্রবাসী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে তাঁর প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও যুদ্ধকালীন একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কঠিন পরিস্থিতির ওপর স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক বক্তব্য রাখেন। কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গণহত্যার মূল খলনায়ক হিসেবে কুখ্যাত পাকিস্তানি আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান এবং টিক্কা খানের ধারাবাহিক কুকীর্তি, নৃশংসতা ও যুদ্ধ পরবর্তী তাদের দুঃসহ মানসিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধসহ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে জাতির পিতার অসামান্য অবদানের ইতিহাস শিশু-কিশোরদের মাঝে তুলে ধরার জন্য প্রবাসীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র, স্থানীয় বাংলাদেশি সাংবাদিকবৃন্দ, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ জেদ্দা প্রবাসী বাংলাদেশিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৭৫

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ইস্তাম্বুল কর্তৃক ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপন**

ইস্তাম্বুল, (তুরস্ক), ২৬ মার্চ:

ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল আজ যথাযথ মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপন করেছে। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম কর্তৃক কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর কনসাল জেনারেলের নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। বাণী পাঠ শেষে মহান স্বাধীনতা দিবসের ওপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কনসাল জেনারেল তার আলোচনার শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার এই ৫৩ বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় সকল সূচকে বাংলাদেশ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে বলে কনসাল জেনারেল মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সফলতার গল্প আজ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও প্রশংসিত। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে, যা অনেক দেশের কাছে উন্নয়নের রোল-মডেল ও প্রেরণার উৎস। সরকারের সময়োপযোগী নীতি-পরিকল্পনা ও জনবান্ধব উদ্যোগ এবং জনগণের প্রচেষ্টা, দক্ষতা, সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির কারণে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কনসাল জেনারেল ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান।

জাতির পিতা ও সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা এবং শান্তির জন্য বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

#

শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৭৪

**বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত**

**-- স্বাধীনতা দিবসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে অংশীদার হতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুভেচ্ছা বার্তায় মার্কিন সেক্রেটারি অভ্‌ স্টেট এন্টনি জে. ব্লিঙ্কেন (Antony J. Blinken) এ কথা বলেন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রেরিত বার্তায় তিনি বলেন, ‘২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।’

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ওয়েবসাইটে বিদ্যমান এই বার্তায় ব্লিঙ্কেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রোহিঙ্গা সংকটে সাড়া দেওয়া, বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে অংশীদার হতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত।

‘আমাদের এই অংশীদারিত্ব একটি মুক্ত, উন্মুক্ত, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার আরেকটি বছর   
উদ্‌যাপন করছে তখন আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি এবং এই প্রচেষ্টাসমূহ বাংলাদেশকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

দু’দেশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিকতার কথা তুলে ধরে মার্কিন সেক্রেটারি অভ্‌ স্টেট বলেন, ‘আমি এই বিশেষ দিনে সকল বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং আগামী বছরে আমাদের দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আমরা উন্মুখ।’

#

আকরাম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৭৩

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়েছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীন**

**-- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়েছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীন।

আজ ঢাকায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য স্থির করেছেন। এলক্ষ্য অর্জনে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এখন প্রায় ২৫ হাজার হাফেজ রয়েছেন। কোরআনের এই পাখিরা বিশ্ব দরবারে আমাদের জাতিকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। তিনি এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া, তিনি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্য ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ধর্মসচিব মু আঃ হামিদ জমাদ্দার। অন্যান্যের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ নজিবর রহমান, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক এএসএম শফিউল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

#

আবুবক্কর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭২

**খাগড়াছড়িতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ২৬ মার্চ :

খাগড়াছড়ি জেলা সদরেরে চেঙ্গী স্কয়ার স্মৃতিসৌধে আজ ৩১ বার তোপধ্বনির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্মৃতিসৌধের বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, খাগড়াছড়ি পৌরসভার মেয়র নির্মলেন্দু চৌধুরী, সরকারি-বেসরকারি, রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ এরপর একে একে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্র্র্রী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে এত ব্যাপক নারকীয় গণহত্যা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশ-মাতৃকার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর বাঙালিরা।

#

রেজুয়ান/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭১

**কলকাতায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত**

কলকাতা, **২৬ মার্চ :**

কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়েছে।

দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ‘মুজিব চিরঞ্জীব’ মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের নেতৃত্বে কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া, কলকাতায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর বাংলাদেশ গ্যালারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

#

রঞ্জন/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 3870

**Bangladesh High Commission in Brunei observed the glorious Independence**

**and National Day of Bangladesh with due solemnity**

Brunei, 26 March :

The Bangladesh High Commission in Bandar Seri Begawan observed the glorious ‘Independence and National Day’ of Bangladesh with due solemnity.

The program started with hoisting the National Flag of Bangladesh. The Bangladesh High Commissioner Nahida Rahman Shumona along with all officials and staffs of the High Commission paid rich tribute to the Father of the Nation by placing floral wreaths at the portrait of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. One minute silence was observed in the memory of all martyrs of the Liberation War. The High Commissioner and other officials of the High Commission read out messages from the President, the Prime Minister, and the Foreign Minister on this auspicious occasion.

#

Kamruzzaman/Fatema/Robi/Sazzad/Asma/2024/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৯

**ব্রাসিলিয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত**

ব্রাজিল (ব্রাসিলিয়া), **২৬ মার্চ :**

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ২৫ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে। দূতাবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ ভয়াল রাতে আপামর নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর সংঘটিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দেয়ার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন এবং বর্তমান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৮

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গণহত্যা দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, **২৬ মার্চ :**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ২৫ মার্চ যথাযথ মর্যাদা ও বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে ‘গণহত্যা দিবস’ পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ১৯৭১ সালে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে ইতিহাসের এই ভয়াবহ ঘটনার নথিসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি জাতীয়ভাবে এই নথিসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এসময় রাষ্ট্রদূত ১৯৭১ সালে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন কাজ করে যাচ্ছে এবং এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৭

**অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত**

কানাডা (অটোয়া), **২৬ মার্চ :**

কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ২৫ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালন করা হয়েছে। কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে দিবসটি উপলক্ষ্যে হাইকমিশনের অডিটোরিয়ামে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার শুরুতেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর এ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

#

সাজ্জাদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সুর্বণা/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৬

**ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে গণহত্যা দিবস পালিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, ২৬ মার্চ **:**

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ২৫ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘গণহত্যা দিবস’ পালিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে ‘অপারেশন সার্চলাইট’-এর নামে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সংঘটিত বর্বরোচিত গণহত্যাকে স্মরণ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের ঐদিন কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে দূতাবাস বিস্তারিত কর্মসূচির আয়োজন করে। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী পাঠ করা হয়। এরপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

সাজ্জাদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৫

**টরন্টোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত**

কানাডা (টরন্টো), ২৬ মার্চ **:**

কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ২৫ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘গণহত্যা দিবস’ পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। বক্তাগণ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল কালরাতে ঢাকাসহ সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৪

**নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে গণহত্যা দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, **২৬ মার্চ :**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে এ বিশেষ দিবসটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কনসাল জেনারেল বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের যে নৃশংস ও বর্বরতম হত্যাকাণ্ড, নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিকামী সাধারণ মানুষের ওপর যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক ন্যাক্কারজনক অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর জোর গুরুত্বারোপ করেন।

#

জাহান/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

Handout Number : 3863

**Bangladesh envoy calls for a motion at British Parliament recognising 1971 genocide**

London, 26 March :

High Commissioner of Bangladesh to the UK Saida Muna Tasneem has called for a fresh motion at the British Parliament recognising the 1971 genocide, recalling the early day motion adopted at the British Parliament in June 1971 that ‘stopping the genocide in East Bengal and recognising Bangladesh’.

In her welcome remarks at a high-profile commemorative event at the British Parliament on Bangladesh Genocide Day 2024 hosted yesterday by the Bangladesh High Commission, London, the High Commissioner said, ‘There is strong documentary and eyewitness evidence that genocide was committed on Bangladesh soil in 1971, yet the world has failed to recognise it’.

Senior British parliamentarians, eminent academics, legal experts, freedom fighters and community leaders participated in the commemorative events titled ‘Remembering the Bangladesh Genocide 1971: The Road to International Recognition’.

The High Commissioner cited several international media reports on the Bengali Genocide, including Anthony Mascarenhas's lead article in the Sunday Times headlined ‘Genocide’ and similar reports on mass atrocities by The Telegraph and BBC that shocked the world and prompted global leaders to act.

The High Commissioner commended the US Congress resolution led by Congressman Ro Khanna and Congressman Steve Chabot, which needs to be emulated in the British parliament.

Professor of International Law and Human Rights of the University of Birmingham Professor Mohammad Shahabuddin said that the 1971 genocide in Bangladesh by the Pakistan army fulfilled all criteria to be recognised by the UN.

Organiser of Bangladesh Liberation War Overseas Freedom Movement in the UK Sultan Mahmud Sharif, Freedom Fighter and Study Circle Chair Syed Mozammel Ali, Patron of Oxfam UK Azizur Rahman, President of Sammmilito Sangskirtik Jote UK Golam Mostafa and Director of the Swadhinata Trust Ansar Ahmad Ullah also spoke on the occasion. One minute of silence was observed to commemorate the ‘Black Night’ of 25 March 1971.

#

Ashequn/Kamruzzaman/Fatema/Robi/Sazzad/Asma/2024/1100 hours